যায়যায়দিন

তারিখ ... 16 AUG 2007 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২ ...

ইউজিসির নতুন চার সদস্যের যোগদান নিরপেক্ষভাবে কাজ করার আশ্বাস

যায়যায়দি রিপোর্ট :

ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশনের (ইউজিসি) নতুন চার সদস্য আনুষ্ঠানিকভাবে কাজে যোগ দিয়েছেন। গতকাল বুধবার দুপুরে তারা সবাই ইউজিসিতে যান এবং অফিস করেন। এ সময় সাংবাদিকদের সঙ্গে নতুন নিয়োগ পাওয়া চার সদস্য মতবিনিময় করেন। এ সময় ইউজিসির চেয়ারম্যান উপস্থিত ছিলেন। মতবিনিময়কালে সবাই দল ও মতের উর্ধ্বে ওঠে নিরপেক্ষভাবে কাজ করবেন বলে চেয়ারম্যান আশ্বাস দেন।

মতবিনিময়কালে ইউজিসির চেয়ারম্যান প্রফেসর নজরুল ইসলাম বলেন, নতুন নিয়োগ পাওয়া চার সদস্য ও আগের একজন মিলে ইউজিসিতে একটি শক্তিশালী টিম গঠিত হলো। আশা করি, সবায় মিলে দেশের উচ্চ শিক্ষা প্রসারে বা মানসম্মত শিক্ষা বিকাশে কাজ করতে পারবো। তিনি বলেন, সবারই রাজনৈতিক কিছু না কিছু পরিচয় থাকে। নিউট্রাল মানুষ খুবই কম। তবে বড় কথা হলো যে মতের হোন না কেন মতের উর্ধ্বে ওঠে নিরপেক্ষ, সততা বজায় রেখে অনিয়ম থেকে দূরে থাকেন কি না সেটিই দেখার বিষয়। ইউজিসির সব কর্মকর্তা-কর্মচারীর দক্ষতা বাড়ানোর পাশাপাশি ভেতরকার শক্তি বাড়ানোর প্রয়োজন রয়েছে। ব্যক্তিগত মতের উর্ধ্বে ওঠে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে পারবো বলে তিনি বিশ্বাস করেন।

এ সময় চেয়ারম্যান নতুন সদস্যদের সঙ্গে সাংবাদিকদের পরিচয় করিয়ে দেন। নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত সদস্য জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটির অর্থনীতির প্রফেসর ড. তাজুল ইসলাম আশা প্রকাশ করে বলেন, চেষ্টা থাকবে ভালো কিছু করার। দুর্নীতি বা অনিয়মের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটির রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রফেসর ড. আবদুল হাকিম বলেন, 'যতোদিন থাকবো চোরাবালিতে পা ডুবাবো না। ইউজিসির ৩৪ বছরের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো মহিলা সদস্য হিসেবে নিয়োগ পাওয়া ঢাকা ইউনিভার্সিটির পদার্থ বিজ্ঞানের প্রফেসর ড. আমেনা বেগম বলেন, সাধ্যমতো চেষ্টা করবো দেশ ও জাতির জন্য ভালো কিছু করার। একই কথা বলেন নতুন আরেক সদস্য রাজশাহী ইউনিভার্সিটির নৃবিজ্ঞানের প্রফেসর ড. জিহাদুল করিম।

উল্লেখ, এর আগে ইউজিসির চার সদস্য পদত্যাগ করেন। তাদের স্থলে এ নতুন চারজনকে সরকার নিয়োগ দেয়। ৩০ জুলাই শিক্ষা সচিব এম মোমতাজুল ইসলাম ইউজিসির চার সদস্যকে পদত্যাগের অনুরোধ জানিয়ে ফোন করেন। এর পরের দিন চারজনের মধ্যে প্রফেসর ড. ফাইসুল ইসলাম ফারুকী পদত্যাগপত্র জমা দেন। পরে বাকি তিনজন প্রফেসর ড. এম মাহবুব উল্লাহ, প্রফেসর ড. মোঃ সুলতান হোসেন ও প্রফেসর তারেক শামসুর রেহমানও শিক্ষা উপদেষ্টার অনুরোধে পদত্যাগ করেন। বর্তমানে নিয়োগপ্রাপ্তদের আগামী চার বছরের জন্য নিয়োগ দেয়া হয়েছে।